আহমদ ছফা

মূলত এক মানুষেরই গল্প

৩০ জুন ছিল আহমদ ছফা'র ৬১তম জন্মদিন। আহমদ ছফা'র লেখায় পাওয়া যায় মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ, 'আমার ভেতরে কে যেনো বলে যেতে থাকে, তোমার জীবনে দুঃখ-কষ্ট যাই আসুক, তুমি ভেঙে পড়বে না। এক সময়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবার সুযোগ তুমি পাবে। নীরবে তুমি কাজ করে যাও, ফুলের বাবার সাধ্যি নেই, না ফুটে থাকতে পারে'

লিখেছেন **শুভ কিবরিয়া**

'যা বলছিলাম, ইন্টারভিউ তখনো শেষ হয়নি। আচমকা ছফা ভাই বলে উঠলেন; তাহের, ওদের আজই বেতন দিয়ে দিন। আমি বুঝতে পারছিলাম না উনি কাদের কথা বলছেন। তাহের ভাই কিন্তু ঠিকই বুঝলেন, কারণ ছফা ভাইয়ের মেজাজ-মর্জি, তিনি জানেন। তিনি বললেন, 'ছফা ভাই, ওরা আগে কাজ শুরু করুক...।' ছফা ভাই বললেন, 'তাহলে ওরা কাজ করবে না। আপনারা অন্য ছেলে দেখুন।' ছফা ভাই আমাদের দু'জনের দিকে তাকালেন। আমি ঘামছিলাম, সুমনকেও বিব্রত দেখালো। তাহের ভাই হেসে বললেন, ঠিক আছে ছফা ভাই, ওদের আজই বেতন দিয়ে দেবো। আমি অ্যাকাউনটেন্টকে বলে দিচ্ছি। জীবনের প্রথম চাকরিতে কাজ শুরু করার আগেই বেতন পেয়ে গেলাম। এ ধরনের অদ্ভুত অভিজ্ঞতা কম মানুষেরই হয়। সেদিন 'দাবানল' পত্রিকার ঐ ঘরটাতে বসে এও ভাবছিলাম, ছফা ভাই মানুষ হিসেবে কত বড়।'
–(অতুলনীয় ছফা ভাই/ শিহাব সরকার)

এরকম একটি ঘটনার কথা কি এ সময়ে চিন্তা করা যাবে? দেশের একজন প্রথিতযশা মানুষ লড়ছেন একজন তরুণের জন্য এইরকম অনমনীয় আগ্রাসী মেজাজে। একদম ব্যক্তিগত স্বার্থের বাইরে এসে অন্যের মঙ্গল কামনার এই তীব্র সবল প্রবল আকুতি কি এখন এই সমাজের মধ্যে দৃশ্যমান! দৃশ্যমান নয় বলেই হয়তো আজকের প্রেক্ষাপটে আহমদ ছফা মানুষটি অনেক বড় হয়ে উঠছেন তার ব্যক্তিগত জীবন যাপনের অনেক বৈপরীত্য সত্ত্বেও।

এই যে লড়াই, চারপাশটাকে নতুন করে গড়ার, চারপাশের মানুষের বিপদে-আপদে, কষ্টে-দুঃখে পাশে দাঁড়াবার, মানুষের বিপদের দিনে তার বন্ধু হয়ে সহমর্মী হবার–এটি কি আহমদ ছফার মজ্জাগত বিষয়? তার মৃত্যুর পর তরুণ-যুবক-প্রবীণ-প্রৌঢ়-সমবয়সী প্রায় সবার স্মৃতিচারণে আহমদ ছফার নিঃস্বার্থভাবে অন্যের উপকার করবার যে চিত্র আমরা জেনে গেছি– তা থেকে তার মনের গড়নের একটা নিখুঁত ছবিও আমরা আবিষ্কার করতে পারি। দ্রোহ আর প্রতিবাদের অসীম শক্তি ছিল তার। কিন্তু তার চাইতে অনেক বেশি ছিল মানুষকে নিয়ে আশাবাদের সূর্য আনবার তীব্রতম আকুতি। তার প্রতিটি লেখায় মানুষের প্রতি অসীম মমত্ব সে কথারই প্রতিধ্বনি করে, 'তুলসি এবং নয়নতারার ফুল দেখে আমাদের জীবনের প্রতি আস্থা এবং বিশ্বাস নতুন করে জন্মায়। আমার ভেতরে কে যেনো বলে যেতে থাকে, তোমার জীবনে দুঃখ-কষ্ট যাই আসুক, তুমি ভেঙে পড়বে না। এক সময়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবার সুযোগ তুমি পাবে। নীরবে তুমি কাজ করে যাও, ফুলের বাবার সাধ্যি নেই, না ফুটে থাকতে পারে।'
(পুষ্প, বৃক্ষ বিহঙ্গ পুরাণ)

'মহামারী থেকে প্রাণ রোগ আয়ু
শোক ছেনে তীক্ষ্ণ করে পেশী আর স্নায়ু।
পাতালে চরণ গাঁথা মেঘেতে মস্তক
দুরন্ত সৃষ্টির সুখে জীবনের মহৎ স্তাবক
মানুষই রচনা করে, সব ক্ষতি তুচ্ছ করে শিরদাঁড়া তুলে
মানুষ দাঁড়াবে তবু অন্তরের অমৃতের বলে।'
(মানুষ দাঁড়াবে তবু/ আহমদ ছফা)

আজ খুউব একটা খারাপ সময় পেরুচ্ছি আমরা। চারপাশে এক ঘন অন্ধকার। বাংলাদেশ থেকে পাক-ভারত, আফগানিস্তান, কিংবা ইজরায়েল থেকে আমেরিকা গোটা বিশ্বজুড়ে যেন মানুষেরই পতন। মানবিক বোধগুলা, শুভ ভাবনাগুলো, মানুষের সার্বিক কল্যাণের উচ্চাশাগুলো– কেমন যেনো পাতালমুখী। এই অন্ধকার সময়ে আহমদ ছফার অন্ধ আশাবাদ, মানুষের প্রতি তার বিশ্বাস এবং আস্থা আমাদের শক্তি দেয়। চিরন্তন পৃথিবীর বাস্তবতা এই, শেষ বিধি মানুষই জয়ী হয়–

অন্তর থেকে এই সাহসী বিশ্বাস আহমদ ছফাকেও সারাজীবন অনুরণিত করেছে। তাইতো তার একটি প্রবন্ধের নামও 'মূলত মানুষ'। মানুষের শক্তি আর শুভবোধের দার্শনিক বয়ানে ভরা, আশাবাদের বীজ বোনা এই লেখা থেকে অসাধারণ কটি উদ্ধৃতির লোভ সংবরণ করা খুউব কঠিন। 'মানুষ জন্ম, মৃত্যু, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, যন্ত্রণা এবং হতাশার শিকার। ব্যক্তি মানুষ মরণশীল। অভাব তাকে দগ্ধ করে, বেদনা তাকে কুরে কুরে খায়। নিষ্ঠুর পারিপার্শ্বিকতা সমস্ত ক্ষমতা হরণ করে। এগুলো অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে যেমন, মানুষের বেলায়ও তেমনি নিষ্ঠুর সত্য। নিষ্ঠুর সত্য কিন্তু শেষ সত্য নয়। মানুষ সম্পর্কে শেষ সত্য হলো–মানুষ সবকিছুকে অতিক্রম করার, সমস্ত জড় জগতের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করার সংগ্রাম সে চালিয়ে যাবে।

কিংবা,
'আস্তিক হোন, নাস্তিক হোন, ধর্মে বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আমি কোনো বিবাদের হেতু দেখতে পাইনে। আমার অভীষ্ট বিষয় মানুষ শুধু মানুষ। মানুষই সমস্ত বিশ্বাস, সমস্ত মূল্য চিন্তা, সমস্ত বিজ্ঞান বুদ্ধির উৎস।'

কিন্তু কোন্ মানুষ চাইতেন আহমদ ছফা? কোন মানুষ নিয়ে তার আশাবাদ, কোন মানুষ নিয়ে বদলে দিতে চাইতেন চারপাশ? সে

বর্ণনাও পাওয়া যাবে বিস্তর, তার লেখনীতেই–

'নতুন জগৎ এক করবো সৃজন। নতুন মানুষ
চাই প্রাণরসে টগবগ জীবন্ত মননে
অন্তর্দৃষ্টি বিদ্ধ করে যুগের সীমানা'
(কবি ও সম্রাট)
কিংবা,
'মীর তকি মীর, অন্তরে হিম্মত রাখো।
ঘটে যাচ্ছে জন্মান্তর। নতুন জন্মের এই সুতীব্র
বেদনা অন্তর্গত রক্তপাত, ক্ষণকাল সহ্য করো।
মনুষ্য জীবন মাত্র দ্বন্দ্বের অধীন। এইভাবে
কিছুকাল যাবে; তারপরে তুমি হবে নতুন মানুষ।'
(কবি ও সম্রাট)

আশাবাদের এই সুউচ্চ মিনার থেকে চারপাশে তাকিয়ে অনেক দুঃখ, অনেক কষ্ট পেতে হয়েছে আহমদ ছফাকেও।

আশাভঙ্গের বেদনায় তিনি আক্রান্ত হয়েছেন বারংবার। কখনো কখনো ক্রুদ্ধও হয়েছেন। কিন্তু তিনি থামেননি। সমস্ত ভন্ডামি আর কপটতার বিরুদ্ধে মানুষের শক্তি নিয়েই লড়েছেন একাকী–

'তা ছাড়া আর কি করবার ছিলো–
আমার মতো বেপরোয়া হঠাৎ কবি
যে নাম যশের ধার ধারে না, রেডিও টিভির
পরোয়া করে না, আপন রক্তিম হৃদয়
নিয়ে বেঁচে আছে বলে গর্বিত, দাঁত খসা
অধ্যাপকদের বুড়ো আঙুল দেখায়,
মানুষের মনে হানা দিয়ে জায়গা করে নিতে জানে
তার দিন কেমন করে কাটে
দেশটা যেনো বদ্ধজলা
এদিকে মরণ–ওদিকেও তেমন
দুয়ারে দারোয়ান, অন্দর মহলে খোজাদের চিৎকার

তাদের গায়ে চাপকান, গলায় চাদর
বিশ্রী বোঁটকা রাম ছাগলের গন্ধ
কাঁহাতক সহ্য করা যায়
তাই মধ্যরাতে যুদ্ধ লাগিয়ে বেঁচে গেলাম'
(ঘোষণাপত্র)

এই নিরন্তর যুদ্ধের সাহসী সৈনিক, সেনাপতি ছিলেন তিনি নিজেই। যখন চারপাশে কাউকে পাওয়া যায়নি, ব্যক্তিগত লাভালাভের নিরেট হিসেব কষে মানুষ যখন পা ফেলছে অতি সাবধানে, আহমদ ছফা ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়েছেন বটবৃক্ষ হয়ে। সমস্ত বিপদ মাথায় নিয়ে। একজন প্রকৃত মানুষের যা দায়িত্ব তা অবলীলায় পালন করতে ছুটেছেন তিনি। 'তখন সবে দেশ স্বাধীন হয়েছে। যুদ্ধের সময় আমার বাবাকে মেরে ফেলেছে, পুরো পরিবারের খুব দুঃসময়। শহীদ পরিবার হিসেবে সরকার থেকে আমাদের একটা বাসা দিয়েছিলো। একদিন রক্ষীবাহিনী এসে আমাদের বাড়ি থেকে উৎখাত করে দিয়ে একেবারে আক্ষরিক অর্থে পথে নামিয়ে দিলো। আমরা তখন জগৎ সংসারের জটিলতায় একেবারে অনভিজ্ঞ; সারা বাংলাদেশে আমাদের পক্ষে কথা বলার কেউ নেই। তখন ছফা ভাই তার শুকনো পাতলা দেহ কিন্তু বিশাল একটি হৃদয় এবং সিংহের সাহস নিয়ে আমাদের পাশে এগিয়ে এলেন। সেই ভয়ঙ্কর দুঃসময়ে আমাদের পাশে কেউ একজন আছে সেই ভরসাটুকু যে কত বড় সেটা শুধু আমরাই জানি।' (আহমদ ছফা এবং বাংলা একাডেমী পুরস্কার/ মুহম্মদ জাফর ইকবাল)

আহমদ ছফার জীবন জুড়ে একজন কল্যাণকামী মানুষের উপস্থিতিই ছিল তীব্র, প্রবল ও সবল।

সেই 'মানুষ'– যে মানুষ 'মানুষ'কে ঘিরেই বাঁচতে চায়। তার নিজের ভাষাতেই–

'আমি তো সামান্য লোক ঘুরি পথে ঘাটে
খুঁজে পাই আপনারে মানুষের হাটে।'
(কবি ও সম্রাট)

জীবনের নানারকম জটিলতা, কুটিলতা আর অহংবোধের বেড়া ডিঙিয়ে সমষ্টির কল্যাণের জন্য উন্মুখ থাকে যে মানুষ, তাবৎ জীবন–তার সমগ্র লেখা জুড়ে সেই মানুষই সমুজ্জ্বল। আজ তথাকথিত বিশ্বায়ন যখন মানুষকে গিলে খাচ্ছে, পণ্য আর টাকাই যখন মানুষের ঈশ্বর–তখন মানুষ হবার জন্য তাই আমাদের বারে বারেই ফিরে যেতে হবে আহমদ ছফার লেখার কাছে। তার কবিতার কাছে– তার গদ্যের কাছে, তার প্রবন্ধের কাছে। তার তীব্রতম অগ্নিসম অকৃত্রিম মানবিক মননের কাছে। মানুষের জন্য তার দরদভরা আকুতি আর ভালোবাসায় মাখা বয়ানের কাছে। 'মানুষের ভেতরে এতো প্রতিহিংসা, এতো রেষারেষি, এতো ইঁদুর দৌড় কেন? মানুষের জীবন কত সংক্ষিপ্ত। পাখিদের ডাক শুনেই তো একটা জীবন কাটিয়ে দেয়া সম্ভব।...

মানুষের পরমায়ু কতো সংক্ষিপ্ত। এই যে মানুষের জীবন, তা কি একেবারে অর্থহীন? নাকি মানবজীবনের একটা লক্ষ্য আছে।' (গাভীবৃত্তান্ত/ আহমদ ছফা)

আহমদ ছফা স্মরণে ১০ দিনব্যাপী বইমেলা

৩০ জুন থেকে প্রখ্যাত লেখক আহমদ ছফার ৬১তম জন্মদিন উপলক্ষে শুধু বাংলাদেশে প্রকাশিত সৃজনশীল বই বিক্রয়কেন্দ্র শ্রবণ আয়োজন করেছে তাঁর লেখা বই, তাঁকে নিয়ে রচিত বইপত্রের ১০ দিনব্যাপী বইমেলা। ২৮ আজিজ সুপার মার্কেট (১ম তলা) শ্রবণ কার্যালয় ৩০ জুন ২০০২ রোববার সকাল ১১টায় মেলা উদ্বোধন করেছেন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক।

আহমদ ছফার প্রকাশিত যত বই

আহমদ ছফা রচনাবলী-১ ৩৭৫/-
আহমদ ছফা রচনাবলী-২ ৪০০/-
আহমদ ছফা রচনাবলী-৩ ৪০০/-
সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস। আহমদ ছফা ১৫০/-
গাভী বৃত্তান্ত। আহমদ ছফা ৯০/- (সংস্করণ নেই)
পুষ্প বৃক্ষ এবং বিহঙ্গ পুরান। আহমদ ছফা ৬০/-

আহমদ ছফার প্রবন্ধ ১৫০/-
অন্যান্য স্পর্শকাতর প্রসঙ্গ। আহমদ ছফা ৬০/-
ওঙ্কার। আহমদ ছফা ৩০/-
আহমদ ছফার পাঁচটি উপন্যাস ২৭৫/-
দোলো আমার কনকচাঁপা। আহমদ ছফা ৪৫/-

যদ্যপি আমার গুরু। আহমদ ছফা ৬০/-
অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী। আহমদ ছফা ১০০/-
ফাউস্ট (আহমদ ছফা অনূদিত) ২০০/-
নির্বাচিত প্রবন্ধ। আহমদ ছফা ২৫০/-
স্মারকগ্রন্থ : আহমদ ছফা।
মোরশেদ শফিউল ইসলাম ও
সোহরাব হাসান সম্পাদিত ৩০০/-
ছফা ভাই : আমার দেখা আমার চেনা।
মোরশেদ শফিউল হাসান ৭০/-
আহমদ ছফা বললেন ৭০/- ব্রাত্য রাইসু সম্পাদিত

অলাতচক্র। আহমদ ছফা ১৫০/-
উপলক্ষের লেখা। আহমদ ছফা ১৮০/-
আহমদ ছফার কবিতা ১৫০/-
বাঙালী জাতি এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র। আহমদ ছফা ৮০/-
বাঙালী মুসলমানের মন। আহমদ ছফা ১০০/-

আহমদ ছফা– একটি প্রবীণ বটের কাছে প্রার্থনা ৬৫/-
আহমদ ছফার চোখে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী ৭৫/-
মোহাম্মদ আমীন
রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক প্রবন্ধ। আহমদ ছফা ১১০/-
গো হাকিম। আহমদ ছফা ৪০/-
তানিয়া। আহমদ ছফা ১৮/-
বুদ্ধি বৃত্তির নতুন বিন্যাস। আহমদ ছফা ৮০/-
শতবর্ষের ফেরারী। আহমদ ছফা ৪৫/-
আহমদ ছফার সময় ৬৫/-
নাসির আলী মামুন

বইগুলো মেলায় পাওয়া যাচ্ছে।